যায়যায়দিন

তারিখ 22 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

সেমিস্টার সিসটেমের সুফল পাচ্ছেন না জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা

মামুন হোসেন

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে ২০০৫-০৬ সেশন থেকে লেখাপড়ার মান বজায় রাখার জন্য ইউজিসির পর পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে প্রথম ২০টি অনার্স বিষয়ে সেমিস্টার সিসটেম চালু করা হয়েছে। কিন্তু সময়মতো ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ার ফলে সেমিস্টার সিসটেমের কোনো সুফলই পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি সেমিস্টারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস শেষে একটি মিডটার্ম এবং ছয় মাসের মধ্যে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করতে হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করতে প২» ক১

সেমিস্টার সিসটেমের সুফল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পারেনি কর্তৃপক্ষ। গত বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর কোনো তোয়াক্কা করছে না ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। ফলে সেমিস্টারের সুফল পাওয়ার বদলে তিন মাসের সেশনজটের বাড়তি হিসেবে পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। সমাজকর্ম ডিপার্টমেন্টের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, একটি কোর্সের নির্ধারিত ক্রেডিট আওয়ার কমপক্ষে ৪৫ ঘণ্টা থাকলেও কিছু কিছু কোর্স মাত্র ২০ থেকে ২৫ ঘণ্টায় শেষ করা হয়েছে। আমি একজন সেমিস্টার সিসটেমের ছাত্র হয়েও এ সম্পর্কে কিছুই জানি না, এর সুফল পাবো কি করে?

গত বছরের অক্টোবর মাসে ২০০৪-০৫ সেশনের অনার্স প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করার কথা থাকলেও চার মাস পরও তা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জহিরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, টেকনিক্যাল কারণে প্রথম বর্ষের রেজাল্ট দিতে সময় বেশি লাগছে। যেহেতু নতুন ইউনিভার্সিটি তাই রেজাল্ট দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময় লাগছে। তবে অন্যান্য ইয়ারের রেজাল্ট দিতে এতো সময় লাগবে না। কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি হওয়ার পরও এখনো জাতীয় ইউনিভার্সিটির সিলেবাস, পরীক্ষার ধরন রয়ে গেছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইউনিভার্সিটিতে।

এদিকে অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়নি, এখনো চতুর্থ বর্ষ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচি দেয়া হয়নি। অভিযোগ আছে, ক্লাস ও ইউনিভার্সিটি কার্যক্রম বন্ধ রেখে সব ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে নেয়ার ফলে কেবল পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ক্লাস বন্ধ থাকে। শিক্ষক সঙ্কট, ক্লাসরুমের সঙ্কটের অজুহাতে কয়েক দফা আসন সংখ্যা হ্রাস করা হয়। ২০০৫-০৬ সেশনে চারটি অনুষদে ২০টি অনার্স বিষয়ে সাড়ে পাচ হাজার আসনের বিপরীতে আবেদনপত্র বিক্রি করা হলেও হঠাৎ এক সিদ্ধান্তে তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি সেশনে (২০০৬-০৭) আরেক দফা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আসন হ্রাস করে ২,৪১৫টি করা হয়েছে। এভাবে আসন হ্রাস করেও কোনো সুফল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সেলিম আহম্মেদ বলেন, জগন্নাথে অধিক শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের যে সুযোগ ছিল তা আসন সংখ্যা হ্রাসের ফলে কমে গেছে।